রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

১ কাওরান বাজার, ঢাকা

www.epb.gov.bd

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি)'র বিগত ১৫ বছরে অর্জনের তথ্য

দেশের পণ্য উন্নয়ন, পণ্য যুগোপযোগীকরণ ও বহুমুখীকরণ এবং পণ্যের বাজার সৃষ্টি, বর্তমান বাজার সম্প্রসারণ ও সুদৃঢ়করণ কর্মকান্ড বেগবান করার পাশাপাশি রপ্তানি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানসমূহকে দ্রুত সহজীকৃত সেবা প্রদান করা রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি)-এর অভিলক্ষ্য। বিগত ১৫ অর্থবছরে ইপিবির অর্জনসমূহের মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য কয়েকটি নিম্নরূপঃ

১) রপ্তানি প্রবৃদ্ধি অর্জন:

২০০৮-২০০৯ অর্থবছরের রপ্তানি আয় ছিল ১৫৫৬৫.১৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে তা বেড়ে দাড়ায় ৬৩০৫৬.২৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে। ২০০৮-২০০৯ অর্থবছরের রপ্তানি আয়ের তুলনায় ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ৩০৫.১১% প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে।

২) পণ্য তালিকায় নতুন নতুন পণ্য সংযোজন:

রপ্তানি পণ্য তালিকায় নতুন নতুন রপ্তানি পণ্য সংযোজনের লক্ষ্যে ইপিবি কর্তৃক দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে উৎপাদিত ঐতিহ্যবাহী পণ্যের রপ্তানি উন্নয়নে "এক জেলা এক পণ্য" কর্মসূচির আওতায় ৪১টি জেলার ১৪টি পণ্যকে নির্বাচন করা হয়। উক্ত ১৪টি পণ্যের মধ্যে আগর কাঠ ও আতর, রাবার এবং পাঁপড় এর রপ্তানি উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।
২০০৮-২০০৯ অর্থবছরে মোট ১৯৪টি দেশে ৬৬৮টি পণ্য রপ্তানি হলেও ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বিশ্বের মোট ২১০টি দেশে ৮০৬টি পণ্য রপ্তানি করা সম্ভব হয়েছে।

৩) পণ্য উন্নয়ন ও বহুমুখীকরণ:

পণ্য উন্নয়ন ও পণ্য বহুমুখীকরণ কর্মসূচির আওতায় জাহাজ, ফার্নিচার, রাবার, ঔষধ, ইলেকট্রনিক্স এন্ড হোম এ্যাপ্লায়েন্স, কাগজ, প্রিন্টেড ম্যাটেরিয়ালস ও প্যাকেজিং, আইসিটি, সিরামিকস, এগ্রোপ্রসেসড ফুড, চামড়া ও বহুমুখী পাট পণ্য ইত্যাদি পণ্যকে সম্ভাবনাময় পণ্য হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এ সকল পণ্যের রপ্তানি উন্নয়নকল্পে বিদ্যমান সমস্যা ও সম্ভাবনা চিহ্নিতকরণপূর্বক সমাধানের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় উন্নয়নমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া, দেশের পোশাক শিল্পসহ অন্যান্য রপ্তানিযোগ্য পণ্যের বৈদেশিক বাজার বৃদ্ধির লক্ষ্যে তৈরি পোশাকের পাশাপাশি নন-গার্মেন্টস খাত বিশেষ করে চামড়াজাতপণ্য ও পাদুকা, লাইটইঞ্জিনিয়ারিং পণ্য, ফার্মাসিউটিক্যালস এর উপর গুরুত্বারুপ করার পাশাপাশি ICT সার্ভিসেস, সফটওয়্যার, BPO, ট্যুরিজমখাত-কে অধিকতর সম্ভাবনাময় সেবাখাত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। খাদ্য নিরাপত্তার পাশাপাশি রপ্তানিমুখী কৃষিপণ্যে বৈচিত্র্য আনয়নে মৎস্য, ফল, শাক-সবজি এবং দুগ্ধজাত দ্রব্যের প্রতিও গুরুত্বারুপ করা হচ্ছে।

৪) রপ্তানি বাজার বহুমুখীকরণ ও সম্প্রসারণ:

রপ্তানি বাণিজ্যে বাংলাদেশের সক্ষমতা তুলে ধরা, বিদ্যমান শুল্ক ও অশুল্ক প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণ, বাংলাদেশের তুলনামূলক সুবিধা চিহ্নিত করে বাংলাদেশের রপ্তানি বিপণন উন্নয়নের লক্ষ্যে বাণিজ্য প্রতিনিধিদল প্রেরণ করা হয়। মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে ব্যবসায়ী প্রতিনিধিদল বিভিন্ন দেশ (যেমন-ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা, উরুগুয়ে, প্যারাগুয়ে, ইথিওপিয়া ইত্যাদি) সফর করেছেন। প্রসঙ্গত, বর্তমান সরকারের প্রেক্ষিতে পরিকল্পনা (২০২১-২০৪১) ও অষ্টম পঞ্চম বার্ষিকী পরিকল্পনা (২০২০-২০২৫) এবং এলডিসি গ্র্যাজুয়েশন উত্তর চ্যালেঞ্জে মোকাবেলায় রপ্তানি বাজার সম্প্রসারণ এবং প্রবৃদ্ধিধারা অব্যাহত রাখার স্বার্থে রপ্তানি বাজার বহুমুখীকরণের গুরুত্ব বিবেচনা করে নতুন বাজার অন্বেষণের মাধ্যমে অপ্রচলিত বাজারে রপ্তানি সম্প্রসারণের জন্য ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৬-৮ অক্টোবর ২০২২ সময়ে সৌদি আরবে রিয়াদে বানিজ্য প্রতিনিধি দল প্রেরণ করা হয়।

উল্লেখ্য, সরকারের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফলে ইউরোপীয় ইউনিয়ন, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, নরওয়ে, সুইজারল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড, ইউএসএ, তুরস্ক, জাপান, রাশিয়া, বেলারুশ ইত্যাদি দেশে বাংলাদেশের পণ্য শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার সুবিধা প্রাপ্ত হয়। ইতোমধ্যে সরকারের নানামুখী উদ্যোগের কারণে চীন প্রায় ৯৮% ট্যারিফ লাইনে ৮৯৩০টি, দক্ষিণ কোরিয়া ৪৮০২টি এবং SAFTA চুক্তির আওতায় ভারত টোব্যাকো ও এ্যালকোহল ব্যতীত সকল বাংলাদেশী পণ্যে, চিলি চিনি, গম ও গমের আটা ব্যতীত সকল পণ্য, থাইল্যান্ড ৬,৯৯৮টি পণ্যে শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার দিয়েছে।

৫) আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় অংশগ্রহণ এবং একক দেশীয় পণ্য প্রদর্শণীর আয়োজন:

বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মেলায় অংশগ্রহণ এবং একক বাণিজ্য মেলা আয়োজনের মাধ্যমে ইপিবি দেশের রপ্তানিকারক তথা বেসরকারী খাতকে Marketing Support প্রদান করে থাকে। ২০০৮-২০০৯ অর্থবছরে হতে ২০২২-২০২৩ অর্থবছর পর্যন্ত ইপিবির তত্বাবধানে মোট ৩৯৭টি মেলা/একক দেশীয় পণ্য প্রদর্শনীতে ৬,২২৭টি প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করে। উক্ত মেলার মাধ্যমে ৪,২৫৯.৩১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার রপ্তানি আদেশ পাওয়া যায়। এছাড়াও, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অনুষ্ঠিত থীম-ভিত্তিক ওয়ার্ল্ড এক্সপজিশনে বাংলাদেশের পক্ষে ইপিবি অংশগ্রহণ করে থাকে। চীনের সাংহাই নগরীতে অনুষ্ঠিত World Expo-

2010-এ; দক্ষিণ কোরিয়ার ইয়োসু নগরীতে অনুষ্ঠিত Expo-2012 Yeosu Korea-এ, ইতালীর মিলান শহরে অনুষ্ঠিত Expo Milano-2015-এ এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাই শহরে অনুষ্ঠিত World Expo-2020-এ সফলতার সাথে অংশগ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া, জাপানে অনুষ্ঠিতব্য ওয়ার্ল্ড এক্সপোতে অংশগ্রহণের পরিকল্পনা করা হয়েছে।

৬) ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা আয়োজন:

বাণিজ্য সম্প্রসারণ ও বিদেশি ক্রেতাদের উদ্বুদ্ধকরণের লক্ষ্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও ইপিবির উদ্যোগে ১৯৯৫ সাল থেকে মাসব্যাপী ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা (ডিআইটিএফ) আয়োজন করা হচ্ছে। ২০০৯ হতে ২০২৩ সাল পর্যন্ত অনুষ্ঠিত ১৪টি ডিআইটিএফ-এ বিপুল সংখ্যক দর্শক-ক্রেতা অংশগ্রহণ করেছে এবং এতে প্রায় দুই হাজার কোটি টাকার রপ্তানি আদেশ পাওয়া যায়।

৭) রপ্তানি বাণিজ্যে উদ্বুদ্ধকরণের লক্ষ্যে সিআইপি (রপ্তানি) নির্বাচন ও জাতীয় রপ্তানি ট্রফি প্রদান:

রপ্তানি বাণিজ্যে উদ্বুদ্ধকরণের লক্ষ্যে রপ্তানিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ সিআইপি (রপ্তানি) নির্বাচন এবং রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানকে জাতীয় রপ্তানি ট্রফি প্রদান করা হয়। সর্বশেষ জাতীয় রপ্তানি ট্রফি ২০১৯-২০২০ প্রদান অনুষ্ঠান ১৬ এপ্রিল, ২০২৩ খ্রি: তারিখে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল এ মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী-এর উপস্থিতিতে ৭১টি প্রতিষ্ঠানকে জাতীয় রপ্তানি ট্রফি প্রদান করা হয়। ২০২২ সাল থেকে সর্বোচ্চ রপ্তানিকারককে সেরা রপ্তানিকারক হিসেবে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর নামে "বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রপ্তানি ট্রফি" প্রদান করা হচ্ছে। ২০০৯ হতে ২০২৩ সাল পর্যন্ত মোট ১৪৭৫ জন রপ্তানিকারককে সিআইপি (রপ্তানি) কার্ড প্রদান করা হয়।

৮) ভর্তুকি/নগদ সহায়তা প্রদান:

দেশের রপ্তানি উন্নয়নের লক্ষ্যে রপ্তানির বিপরীতে ভর্তুকি/নগদ সহায়তা প্রদান করা হয়। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে রপ্তানি বাণিজ্যের উন্নয়নে ব্যুরো কর্তৃক ১৪টি পণ্যে সর্বমোট ২২০৩টি নগদ সহায়তার সুপারিশপত্র প্রদান করা হয় এবং সরকার রপ্তানির বিপরীতে ৪৩টি পণ্য খাতে নগদ সহায়তা প্রদান করছে।

৯) তৈরী পোশাক শিল্প ও বস্ত্র খাতের অর্জন:

- ২০০৯ হতে ২০২৩ অর্থবছর পর্যন্ত ইপিবি মোট ২,৭২৫টি নতুন রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানকে নিবন্ধন প্রদান করে।
- ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশসমূহ ও সুইজারল্যান্ড, নরওয়ে এবং তুরস্কে শুল্কমুক্ত রপ্তানির ক্ষেত্রে ২১ জুলাই ২০১৯ থেকে চালুকৃত অনলাইনভিত্তিক Registered Exporter System (REX)-এ বস্ত্র খাতের মোট ২,৭৫৪টি প্রতিষ্ঠানকে অর্ন্তভুক্ত হয়েছে।
- ২০০৮-২০০৯ অর্থবছরে বস্ত্র খাতের মোট রপ্তানি আয় ছিল ১২,৮৭৯.৬৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়ে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ৪৮,১৯৬.৭৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে।
- বর্তমানে বাংলাদেশে তৈরী পোশাক খাতে মোট ১৯৫টি গ্রীন ফ্যাক্টরী রয়েছে এবং কম/বেশি ৫০০টি গ্রীন ফ্যাক্টরি হওয়ার প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। বিশ্বের প্রথম ১০টি গ্রীন ফ্যাক্টরীর মধ্যে ৭টিই বালাদেশি যার মধ্যে প্রথম স্থান অধিকারী প্রতিষ্ঠানটি বাংলাদেশের।
- কমপ্লায়েন্স মনিটরিং সেল (সিএমসি) এর তত্ত্বাবধানে তৈরী পোশাক শিল্পে কর্মরত শ্রমিক কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের দক্ষ জনশক্তি তৈরীর মাধ্যমে রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য বিজিএমইএ ও বিকেএমইএ এর পরিচালনায় ২০১০-১১ অর্থ বছর হতে ২০২২-২৩ অর্থবছর পর্যন্ত মোট ১৬,৮৯০ জন শ্রমিককে স্বল্প মেয়াদী (৫ দিন) এবং বিজিএমইএ ইউনিভার্সিটি অব ফ্যাশন এন্ড টেকনোলজী (বিইউএফটি) এর পরিচালনায় গত ২০২১-২২ ও ২০২২-২৩ অর্থ বছরে ২টি ব্যাচে ১৭৪ জন মিড-লেভেল ম্যানেজার/কর্মকর্তাদের ৬ মাস মেয়াদী পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা কোর্সে প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করা হয়েছে।

১০) রপ্তানি নীতি প্রণয়নসহ ইপিবির আইন ও বিধিমালা প্রণয়ন:

- দেশের রপ্তানি নীতি প্রণয়নে ইপিবি কাজ করে থাকে। রপ্তানি বাণিজ্যে গতিশীলতা আনায়ণ ও প্রতিযোগিতামূলক বিশ্ব বাণিজ্যে বাংলাদেশের স্থান সুদৃঢ়করনের লক্ষ্যে ধারাবাহিকভাবে ২০০৯-২০১২, ২০১২-২০১৫, ২০১৫-২০১৮ এবং ২০২১-২০২৪ রপ্তানি নীতি প্রণয়ন করা হয়েছে এবং বর্তমান ২০২১-২০২৪ রপ্তানি নীতি-এর আলোকে রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সর্বশেষ প্রণীত রপ্তানী নীতি ২০২১-২০২৪ অনুসরণে রপ্তানি কার্যক্রম পরিচালিত হওয়ায় দেশের রপ্তানি বাণিজ্যে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ প্রবৃদ্ধি অর্জন সম্ভব হয়েছে। রপ্তানি নীতি ২০২৩-২০২৬ প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে।
- ২০১৫ সালে The Export Promotion Bureau Ordinance, 1977 (Ordinance No XLVII of 1977) রহিত করে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো আইন, ২০১৫ প্রণয়ন করা হয়।
- রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো কর্মচারি (অবসর ভাতা, অবসরজনিত সুবিধা ও সাধারণ ভবিষ্য তহবিল) প্রবিধানমালা, ২০২১- প্রণয়ন করা হয়েছে।

১১) প্রশিক্ষণ কর্মসূচি আয়োজন:

রপ্তানিকারক, ব্যবসায়ী, ব্যাংকার, গবেষকসহ অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদেরকে রপ্তানি কলাকৌশল ও পদ্ধতি, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার বিভিন্ন চুক্তি, বিভিন্ন উন্নত রাষ্ট্র কর্তৃক প্রদত্ত শুল্ক সুবিধা এবং রুলস অব অরিজিনসহ চলমান বিশ্ব বাণিজ্যের পরিস্থিতি এবং চ্যালেঞ্জ ইত্যাদি বিষয়ে অবহিতকরণ এবং প্রশিক্ষিতকরণের লক্ষ্যে ইপিবি ঢাকাসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় সেমিনার/ওয়ার্কশপ আয়োজন করে থাকে। গত ২০০৮-২০০৯ অর্থবছর হতে এ পর্যন্ত মোট ৩৫১টি সেমিনার আয়োজন করা হয় যাতে মোট ২৭৬৬১ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

১২) আন্তর্জাতিক সভা/সেমিনার আয়োজন:

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো স্বাগতিক সংস্থা হিসেবে Asian Trade Promotion Forum (ATPF) এর ৩৫তম CEO সভা ১৮-১৯ অক্টোবর ২০২২ তারিখে ঢাকার হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল এর বলরুমে আয়োজন করে যাতে ফোরামের ২৩ সদস্য দেশের মধ্যে বাংলাদেশসহ ১২টি দেশের ২৬জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন।

১৩) রপ্তানি বাণিজ্য সহজীকরণের লক্ষ্যে ইপিবির কার্যক্রম ডিজিটালাইজেশনের আওতায় আনয়ণ:

- ২০২১ সালে Exporter Tracker System চালু করা হয়েছে যার মাধ্যমে ইউরোপীয় ইউনিয়নে বাংলাদেশ থেকে শুল্কমুক্ত পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে অনলাইনে Registered Exporter System (REX) এর আওতায় Statement on Origin (SoO) ইস্যু Monitoring, Control, Verification করা হয়। এছাড়া, অন্যান্য উন্নত দেশ কর্তৃক প্রদত্ত শুল্কমুক্ত সুবিধা প্রাপ্তির লক্ষ্যে তৈরী পোষাক রপ্তানিকারকদের অনুকূলে পণ্যের অরিজিন সংক্রান্ত সার্টিফিকেশনসহ এতদসংক্রান্ত সকল কার্যক্রম ১ আগস্ট ২০১৪ হতে সম্পূর্ণভাবে অটোমেশনের আওতায় সম্পাদন করা হচ্ছে।
- ২০১৭ সালে রপ্তানি পরিসংখ্যান সংকলন সহজীকরণের লক্ষ্যে ডাটাবেজ সফট্ওয়্যার তৈরি করা হয়েছে।
- ২০১৯ সাল হতে তথ্য বাতায়নে রপ্তানি সংক্রান্ত তথ্য/ পরিসংখ্যান প্রকাশ এবং Online Pay slip Service চালু করা হয়েছে।
- Export Trophy এবং CIP কার্ড প্রাপ্তির জন্য অনলাইন আবেদন চালু করা হয়েছে।
- ব্যবসা সহজীকরণের উদ্দেশ্যে ২০২৩-২৪ অর্থ বছর হতে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর সাথে রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানের নতুন নিবন্ধন ও নবায়নের মেয়াদ বৃদ্ধি করে ১ (এক) বছরের পরিবর্তে ১-৫ (এক-পাঁচ) বছর নির্ধারণ করা হয়েছে এবং এই কার্যক্রম সম্পূর্ণরূপে Online-এ সম্পন্ন করা যাবে। এ লক্ষ্যে ব্যুরোতে Export Management System (EMS) সফটওয়ার Install করা হয়েছে।
- Integrated Digital Service Delivery Platform for Ministry of Commerce" বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ব্যুরোর Component-8 (International Trade Fair participation for EPB) এবং Component-9 (জাতীয় রপ্তানি ট্রফি এবং সিআইপি এর আবেদন ও নির্বাচন ব্যবস্থাপনা) এর নির্ধারিত requirement অনুযায়ী প্রস্তুতকৃত সফট্ওয়্যারটির চালূর কার্যক্রম চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।
- সরকারের ওয়ান স্টপ সার্ভিস সিস্টেম এর মাধ্যমে সেবা প্রদানের লক্ষ্যে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর সাথে বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন সংস্থা (বিডা) এবং বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন(বিসিক) সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে।

১৪) প্রকল্প বাস্তবায়ন:

ক) চীন ও বাংলাদেশ-এর যৌথ অর্থায়নে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো কর্তৃক পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্প এলাকার ৪নং সেক্টরে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ-চায়না ফ্রেন্ডশিপ এক্সিবিশন সেন্টার (বিবিসিএফইসি) নির্মাণ করা হয়েছে।

খ) ইউরোপীয়ান ইউনিয়নের অর্থায়নে ০৩ বছর মেয়াদী Quality Support Export Diversification Program শীর্ষক প্রকল্পটি গত ২০০৯ সালে সমাপ্ত হয়।

গ) জাপান ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এজেন্সির অর্থায়নে ০২ বছর মেয়াদী **Potential Sub-sector Growth for Export Diversification in Bangladesh** শীর্ষক পাইলট প্রকল্পটি ২০০৯ সালে সমাপ্ত হয়।

ঘ) ইপিবির নিজস্ব অর্থায়নে শেরেবাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকার ই ব্লকের ই-৫/বি নং ০১ একরের প্লটে **"রপ্তানি উন্নয়ন ভবন নির্মাণ"** শীর্ষক প্রকল্পের নির্মাণ কাজ শীঘ্রই শুরু হতে যাচ্ছে।

১৫) রপ্তানি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ:

ইপিবি প্রতি অর্থবছরের রপ্তানি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ, পণ্য খাত এবং মিশন ভিত্তিক রপ্তানির লক্ষ্য মাত্রা নির্ধারণ, বাজার গবেষণাসহ রপ্তানির গতি প্রকৃতি বিশ্লেষণ এবং তাদের অভিঘাত কার্যক্রম পর্যালোচনা করে থাকে। ২০০৮-২০০৯ হতে ২০২২-২০২৩ পর্যন্ত ১৫টি অর্থবছরের জন্য নির্ধারিত রপ্তানি লক্ষ্যমাত্রা অধিকাংশ বছরেই অর্জনে সক্ষম হয়েছে।

=========